International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 50-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

করোনা মহামারী ও বিশ্বজনীন লকডাউন : মহিলাদের ওপর এর প্রভাব

স্বপন শর্মা
এম.ফিল গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Abstract:
With the covid-19 lockdown in effect, people across the globe have found their lives upended. And this is specially true for women and girls, who have found that their lives are being affected most of all. This pandemic has hit those among us who are the most vulnerable: domestic workers, daily wagers and many of those are women. Women who will be losing jobs and incomes in large numbers. Women who are juggling job and increased household work as the case of the entire family falls on their shoulders. Women who have to take care of homes and job and children without so much as an expectation of getting help.
Keywords : covid-19, Pandemic, Lockdown, Women and Girls.

ভূমিকা : মহামারীর আকার নেওয়া করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে ভুগছে গোটা বিশ্ব। চারিদিকে মৃত্যু-মিছিল গোটা বিশ্বকে একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছে। এই মহামারীর কবলে বিশ্ববাসী একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তারা যেন জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে উপস্থিত। মহামারীর এই কবল থেকে বিশ্ববাসী নিজেদেরকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনায়করা দেশবাসীকে COVID-19 এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবরুদ্ধ (Lockdown) এর পন্থাকে অবলম্বন করতে থাকে। যাতে করে দেশবাসী COVID-19 এর থেকে সুস্থ থাকতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

বিশ্বজনীন এই মহামারীর হাত থেকে রেহাই পায়নি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, এমনকি ভারত বর্ষ। তাই ভারত সরকার দেশবাসীকে এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারিভাবে দেশবাসীর জন্য অবরুদ্ধকরণ ঘোষণা করলেন ২১ দিনের জন্য। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন, " আমরা যদি এই ২১ দিন নিজেদেরকে ঘরবন্দি করে রাখতে না পারি তাহলে ২১ বছর ভারতবর্ষ পিছিয়ে যাবে"। সেই ঘোষণা মতো ভারতে অবরুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হলো । কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হল এই অবরুদ্ধ করনের জন্য জীবন জীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে সারাবিশ্বে কারা বেশি দুর্দশার সম্মুখীন হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে গেলে দেখা যাবে সমাজে একেবারে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ যারা দৈনিক মজুরিজীবী। এই প্রসঙ্গে আবার একটি প্রশ্নের উদ্ভাবন করা হলো যে মহামারী মহিলাদের ওপর কতটা ভয়ানক প্রভাব ফেলেছিল ? মহিলাদের প্রসঙ্গ বলতে গেলে বলা যায় যে, এই লকডাউন পরিস্থিতি মহিলাদের একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিল। বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলাদের। মহিলারা সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক

এবং পেশাগত দিক থেকে একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলো। তাঁরা যেন সর্বক্ষেত্রে একেবারে কোণঠাসা হয়ে উঠেছিল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে।

চীনের উহান প্রদেশ থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী যখন কেরল রাজ্যে ফিরে এসেছিল, তখন ভারত ৩০শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ভারতে কোভিড-১৯ রোগের প্রথম ঘটনাটি নিশ্চিত করেছিলো। কোভিড-১৯ নিশ্চিত ইতিবাচক ঘটনা সংখ্যা ৫০০ কাছাকাছি হবার পরে ১৯ শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি সকল নাগরিককে ২২ শে মার্চ সোমবার ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত 'জনতা কারফিউ' পালন করতে বলেছিলেন। কারফিউ শেষে মোদি বলেছিলেন : "জনতা কারফিউ কোভিড-১৯ বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাত্র শুরু"। ২৪শে মার্চ দ্বিতীয়বারের মতো জাতিকে সম্বোধন করার সময় তিনি এই দিনের মধ্যেরাত থেকে ২১ দিনের জন্য দেশব্যাপী অবরুদ্ধ অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, করোনাভাইরাস এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সমাধান হলো সামাজিক দূরত্ব দ্বারা সংক্রমণ চক্রকে ভেঙে দেওয়া। তিনি আরও বলেছিলেন যে, অবরুদ্ধকরণ বা লকডাউন জনতাকারফিউ এর চেয়ে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।১৪ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি যে অঞ্চলগুলিতে এই বিস্তার সামলানো বা প্রতিরোধ করা হয়েছে সেখানে ২০ই এপ্রিলের পরে শর্তসাপেক্ষে শিথিলতা রেখে চলমান লকডাউন এর সময়সীমা ৩'রা মে পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।

অবরুদ্ধকরণ মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে ঘর থেকে বের হতে বাধা দেয়। প্রয়োজনীয় পণ্য, অগ্নিনির্বাপক, পুলিশ এবং জরুরী পরিষেবা, পরিবহণের ব্যতিক্রম সহ সমস্ত পরিবহন যেমন জাতীয় সড়ক,রেল এবং বিমান স্থগিত করা হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পসংস্থা এবং আতিথেয়তা মূলক পরিষেবা কেন্দ্রগুলিও স্থগিত করা হয়েছিল। খাবারের দোকান, ব্যাংক এবং এটিএম, পেট্রোল পাম্প, অন্যান্য জিনিসের পরিষেবাগুলি এবং তাদের উৎপাদন অব্যাহতিপ্রাপ্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছিলেন যে, যদি কেউ এই নিষেধাজ্ঞাগুলি মানতে ব্যর্থ হয়,তাহলে সে এক বছর পর্যন্ত জেল খাটতে পারে।

এই লকডাউনের ফলে সারাবিশ্ব তথা দেশের নাগরিক প্রভাবিত হয়। প্রতিটি মানুষ তার কর্মবিরতিতে চলে যায় এবং নেমে আসে আর্থিক অনটন। ফলে ঘরবন্দি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কলহের সৃষ্টি হয়। আর এর হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলারা। তাঁরা তাদের কর্মক্ষেত্রে বিরতির ফলে গৃহবন্দি হয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর দুর্বিসহ যন্ত্রনার প্রকোপ বাড়তে থাকে। মহিলারা তাদের কাজ হারানোর ফলে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মহিলারা তাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সংসারের কাজকর্ম, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন সহ যাবতীয় কাজ তাঁরা সামলাতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাঁদের ওপর নেমে আসে সাংসারিক চাপের বোঝা। আবার সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের শুনতে হয় অকথ্য ভাষা এবং প্রতিনিয়ত হতে হয় অত্যাচারের স্বীকার। এই মহামারী এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে দেখা গেছে যে মহিলাদের অত্যাচারের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের নির্মম যন্ত্রণার স্বীকার হতে হয়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে লকডাউনের ফলে স্কুল, কলেজ অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধের কারণে যুবতী মেয়েরা প্রচুর পরিমাণে অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, এমনকি অনেক মহিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং বলা যায় বিশ্বজনীন করোনা মহামারী এবং লকডাউনের ফলে সার্বিকভাবে মহিলারা পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জীবন-জীবিকা এবং পারিবারিক কারণে।

মহিলাদের ওপর করোনা মহামারী ও লকডাউন এর প্রভাব : করোনা মহামারী এবং লকডাউন এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের জীবন ধারণের জন্য। এই মহামারী এবং লকডাউনে বিশেষ করে মহিলারা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা করুণ আকার ধারণ করে। বিশেষ করে যে সমস্ত মহিলারা পরিচালিকা, যৌনকর্মী, আশাকর্মী, বার ডান্সার ও দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করতো। এই লকডাউন এর ফলে তাদের কাজ যেমন হারায়, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক মন্দার স্বীকার হতে হয়। COVID-19 এবং lockdown এ মহিলাদের কাজ হারানোর সাথে সাথে তাদের পেশাগত জীবনে কাজের হ্রাস ঘটে। আবার তাদের সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ অত্যাচার ও নির্যাতন। বিশ্বজনীন করোনা মহামারী এবং প্রবহমান লকডাউন মহিলাদের ওপর যে দুর্বিষহ প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে লকডাউন এর প্রভাব বিশ্বজনীন। বিশ্বের প্রায় ৭৪০ লক্ষ মহিলা কাজ হারাই এই করোনা মহামারী ও লকডাউন এর প্রভাবে। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলারা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর ফলে। যে সমস্ত প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলারা কাজের তাগিদে অন্যত্র পারি দিতেন তারা লকডাউন এর ফলে একেবারে ঘর বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। তাদের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত একেবারে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। যে সমস্ত মহিলারা লোকের বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করে সংসার চালাতো তাদের কাজ লকডাউন এর ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা একেবারে করুন দুর্বিষহ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার যেসব অভিবাসী কর্মজীবী মহিলা যারা দেশের নানা শহরে ও প্রান্তরে কাজ করতো, বিশেষ করে কলকারখানা, বস্ত্রশিল্প, রাস্তা তৈরি, ইটভাটা, গৃহনির্মাণের শ্রমিক হিসেবে, তাদের কাজ বন্ধ হওয়ায় তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না। ভারতবর্ষের যে সমস্ত দরিদ্র রাজ্যগুলি আছে সেই সব রাজ্যের বহু মহিলা শ্রমজীবী কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যগুলিতে পাড়ি দিত রোজগারের জন্য যাতে সাংসারিক অচলাবস্থাকে কাটানো যায়। কিন্তু মহামারী প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে লকডাউন ঘোষিত হয় এবং এইসব শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ বন্ধ হতে শুরু করে। এই অবস্থায় তারা একদিকে যেমন কাজ হারায় তেমনি অপরদিকে লকডাউন এর কারণে বাড়ি ফিরতে না পারায় চরম আর্থিক অভাব-অভিযোগের স্বীকার হয়। এমন অনেক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে প্রচুর মহিলা শ্রমজীবী তারা এই ভোগান্তির স্বীকারের ফলে দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে। কারণ লকডাউন এর ফলে সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন অবরুদ্ধ তেমনি কাজ হারানোর ফলে আর্থিক অনটনে স্বীকার। এমনকি দেখা গেছে একজন শ্রমজীবী মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে সুটকেসের ওপর চাপিয়ে টানতে টানতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে একজন শ্রমজীবী মহিলারা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও তার আর বাড়ি ফেরা হয়নি। কারণ ওই শ্রমজীবি মহিলা রাস্তায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে মারা যান এবং তার ছোট্ট বাচ্চা তার মৃতদেহের সামনে তাকে জড়িয়ে বসে আছে। এই সমস্ত মর্মান্তিক দৃশ্য যেন আমাদের সকল ভারতবাসীকে মর্মাহত করেছিল। এছাড়াও অনেক পরিযায়ী মহিলা শ্রমিক বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনায় তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় কর্মক্ষেত্রে করোনা মহামারী ও লকডাউনের প্রভাব মহিলা শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিকভাবে একেবারে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। এছাড়াও যে সমস্ত যৌনকর্মী তাদের যৌন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো, সেই সমস্ত মহিলারা লকডাউন এর ফলে তাদের কাজ বন্ধ হওয়ায় তারা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল মহিলারা কাজ হারানোর ফলে একদিকে যেমন তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, তেমনি অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরে।

বিশ্বজনীন করোনা মহামারী এবং লকডাউন ঘোষণার ফলে জনজীবন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তার পেশাগত ক্ষেত্রটিকে আর প্রতিনিয়ত করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। দেশজুড়ে যখন মহামারীর প্রকট এবং টানা লকডাউন তখন প্রতিটি মানুষ যেমন তার কাজ হারায়, তেমনি তাদের পেশা'কে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে মহিলারা তাদের কাজ হারানোর ফলে তাদের পেশাকে পরিবর্তন করেন। যে সকল প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলা বিভিন্ন রকম কল-কারখানা, যৌনকর্মী, বার ডান্সার, সংগীতশিল্পী, দৈনিক মজুরি এবং পরিচালিকার কাজকরে সংসার চালাতো তারা লকডাউন এর ফলে সেই কাজগুলো হারায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যেসব মহিলা শ্রমজীবী যারা পরিচালিকার কাজ করতেন তারা এই ভয়াবহ ব্যাধির কারণে আর তাদের আজকে গতিশীল রাখতে পারেন না। কারণ তারা যেসব বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করতেন সেইসব বাড়ির মালিক তাদের কর্মবিরতির কথা বলেন, ফলে তাদের কাজ যেমন হারায় তেমনি অর্থনৈতিক দুর্দশা নেমে আসে তাদের জীবন ও জীবিকায়। আবার এও দেখা গেছে শহরের যে স্থানগুলিতে যৌনপল্লী আছে সেইসকল যৌনপল্লীর মহিলা যৌনকর্মীরা লকডাউন এর ফলে তাদের কাজ হারায়। কারণ মহামারীর ফলে তাদের 'বাবু'দের (খদ্দের) আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের উপার্জনের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও বার ডান্সার, সংগীতশিল্পী, তাদেরও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে যেমন ভেঙে পড়ে তেমনি তাদের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের সকলকেই বিকল্প কাজ বা পেশার সন্ধান করতে হয় জীবনধারণের জন্য। এই অবস্থায় মহিলারা তাদের পেশা'র ক্ষেত্রটিকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় অনেক মহিলা বিকল্প কর্মপন্থা হিসাবে কাঁচা সবজি থেকে শুরু করে রাস্তার ধারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে তাদের দিন গুজরানের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কলকাতার একজন মহিলা মঞ্চ সঙ্গীতশিল্পী যে লকডাউন এর ফলে কাজ হারায় এবং বাধ্য হয়ে রাস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপএ বিক্রি করতে থাকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে।

পারিবারিক বা গ্রাহ্যস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর লকডাউনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের প্রধান হিসেবে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ছিল যেখানে মহিলাদের কোন স্থান ছিল না। শোনা যায় বৈদিক সাহিত্যে নারীর স্থান ছিল গৃহে। ঠিক একই রকমভাবে মহামারী ও লকডাউন এর ফলে মহিলারা নির্বাসিত হচ্ছিল গৃহকর্মে; সে বন্দি হচ্ছিল অন্তঃপুরে। এর ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি অসাম্যের পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। এই অবস্থায় মহিলারা পরিবারের প্রধান এর কথা মত চলতে বাধ্য হয়। সাংসারিক চাপ তাদের ওপর প্রচুর পরিমাণে চলে আসে। সাংসারিক কাজ থেকে শুরু করে বাচ্চার দেখভাল, বাড়ির বয়স্ক লোকদের দেখাশোনা, তাদের সেবা করা সমস্ত কাজ মহিলাদের একহাতে সামলাতে হয় এই পরিস্থিতিতে। তাদের যেন কাজের অন্ত নেই। আর এই সাংসারিক যাঁতাকলে পড়ে মহিলাদের জীবন যেন শ্বাসরুদ্ধ। এমতাবস্থায় তাদের ওপর নেমে আসে নানা রকম শারীরিক অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন যা তাদেরকে পশুতে পরিণত করেছিল এই অবস্থায়। এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে গ্রাহ্যস্ত অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। পরিবারের প্রধানের কথামতো মহিলারা চলতে বাধ্য হয়। সংসারের চাপ প্রচুর পরিমাণে তাদের উপর চলে আসে। এছাড়া মহিলাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশা তেমনি পরিবারের চাপ মহিলাদের একেবারে একপেশে করে রেখেছিল।

এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এই মহামারী ও লকডাউন এর সময় মহিলাদের গ্রাহ্যস্ত অত্যাচারে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সবথেকে বেশি পরিমাণে। দেখা গেছে যে, এই লকডাউন পরিস্থিতিতে ২৪৩ কোটি মহিলা যৌন এবং শারীরিক দিক থেকে হেনস্থার স্বীকার হয়েছে তার পরিবারের স্বামীর কাছ থেকে। গ্রাহ্যস্ত অত্যাচার এবং যৌন অত্যাচারের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এই করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে। কারণ লকডাউন এর ফলে সবাই ঘরবন্দি বাইরে বেরোনোর কোন অবস্থা নেই। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাদের যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়েছে এবং এর ফলে মহিলারা শারীরিকভাবে যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে তেমনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তাদের ওপর প্রতিনিয়ত যৌন নির্যাতন জন্মের হার বাড়িয়ে দিয়েছে এই পরিস্থিতিতে। এছাড়াও এমনও দেখা গেছে যে যুবতী মেয়েরা এই পরিস্থিতিতে পারিবারিকভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে। কারণ লকডাউন এর ফলে বাড়ি থেকে বেরোনোর সুযোগ না পাওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনদের দ্বারা এইসব যুবতীরা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। পরিবারের অর্থনৈতিক চাপ, মানসিক চাপ মহিলাদের ওপর অত্যাচারের পরিমাণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক আন্তোনিও গুতেরেস (Antonio Guterres) মহিলাদের এই গ্রাহ্যস্ত অত্যাচারকে 'Ceasefire' হিসেবে অভিহিত করেছেন। করোনা মহামারী এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকে গ্রাহ্যস্ত অত্যাচারে পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এই মহামারী পরিস্থিতির পূর্বে ভারতবর্ষে গ্রাহ্যস্ত অত্যাচারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হতো। সেখানে দেখা গেছে যে তিনজন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা যৌন ও শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হত তাঁর পরিবারের কাছে থেকে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রায় দ্বিগুণ যেটি সমাজ তথা দেশের পক্ষে খুবই ভয়ানক।
মহিলাদের প্রাত্যহিক জীবনে করোনা মহামারী এবং লকডাউন এর প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, শারীরিক ও মানসিকভাবে। সামাজিক দিক থেকে মহিলারা সামাজিক বিধিনিষেধ বজায় রাখার জন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্র মহিলাদের কোণঠাসা করে রেখেছিল। কারণ রাজনৈতিক দলগুলি প্রশাসনিক বিবৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল গুলিকে বিভক্ত করেছিল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। প্রাত্যহিক জীবনে মহিলারা শিক্ষাগত সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত ছিল। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার দরুন মহিলা ও যুবতী মহিলা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আবার লকডাউন এর ফলে গৃহবন্দী থাকার কারণে তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার যেমন হয়েছে, তেমনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তাঁরা অনেক সময় আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, লকডাউন এবং বিশ্বজনীন করোনা মহামারী মহিলাদের জীবনে একটি সর্বনাশা বিপর্যয় যা তাদেরকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

উপসংহার : বিশ্বের বিভিন্ন রকম ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মহামারী হলো একটি অন্যতম বিপর্যয়। করোনা মহামারী হলো সেই প্রকার একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা মহামারীর আকার ধারণ করে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। এই বিপর্যয় শ্রেণী,জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করে এবং এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুর্বিষহ হয়ে পড়ে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের। বিশ্বের উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ কেউ এই মহামারীর কবল থেকে নিস্তার পাইনি। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই মহামারী খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও এ যেন এক মহামারির অভিশাপ হিসেবে ভারতবাসীকে প্রতিনিয়ত ভয়ের রাজ্যে

প্রবেশ করিয়েছে। আর এই মহামারী ব্যক্তি মানুষ হিসাবে মহিলাদের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদেরকে যেন সমাজের সর্বাগ্রে অবদমিত করে তুলেছিল এই করোনা মহামারী। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, করোনা মহামারী এবং লকডাউন মহিলাদের জীবনে একটি দুর্বিষহ ঘটনা। তবে মহিলারা নিজেদেরকে এই অবস্থা থেক পুনরায় সরিয়ে নিয়ে 'নিউ নরমালে' অবস্থান করতে চাইছেন নিজেদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. Burki Talha (August 2020). "The indirect impact of COVID-19 on Women",Vol-20.
2. Bureau,Our| "PM Modi call for 'Janata curfew' on March 22 from 7AM-9PM"@busnessline.
3. Malik Sana &Naeem Khansa(May2020). "Impact of COVID-19 Pandemic on Women -Health,livelihood and violence",page-1 to10.
4. Population Foundation of India :July 2020.Policy Brief : "The Impact of COVID-19 on Women",New Delhi.
5. https://www.wikipedia.com
6. https://newindianexpress.com
7. https://www.thehindu.com
8. https://www.bengalioneindia.com
9. Despande Ashwini(April 2020). "In Lockdown india,Women fight coronavirus and domestic violation".
10. Women with Disabilities in a Pandemic(COVID-19),UN Women,2020.